ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির একটি নিয়মিত প্রকাশনা

এপ্রিল-জুন ২০২০

কোভিড-১৯ মোকাবিলা: সহমর্মিতা সংক্রমিত হোক

জরুরি মানবিক সহায়তা নিয়ে ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম

কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি কর্মহীন অতিদরিদ্র পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে খাদ্য সহায়তা নিয়ে, সেইসঙ্গে জনগণকে সচেতন করতে নিয়েছে নানা উদ্যোগ। খাদ্য নিরাপত্তা বিধান এবং বোরো ধান কাটা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজে নিয়োজিত নারী-পুরুষের জন্য গ্রহণ করেছে বিশেষ কার্যক্রম। হাওরাঞ্চলে এবং আদিবাসী পরিবারের অতিদরিদ্র মানুষের কাছে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা যেমন কঠিন তেমনি ঘর থেকে না বের হওয়া মানে পরিবারসহ অনাহারে থাকা। যা কোনোভাবেই আমাদের কাম্য নয়। ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচির পরিচালক আন্না মিন্‌জ বলেন, 'দুর্গম এলাকায় বসবাসরত জনগণের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। তারই প্রতিফলন হিসেবে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ শক্তি ও সামর্থ্য ব্যবহার করে এই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছি। ভবিষ্যতেও ভিন্ন ও সৃজনশীল উপায়ে আমরা তাদের পাশে থাকব।'

খাদ্য সহায়তা হিসেবে নগদ অর্থ প্রদান করার জন্য শারীরিক বা মানসিকভাবে প্রতিবন্ধিতা রয়েছে এমন মানুষ, গর্ভবতী মা ও প্রসূতি, বয়স্ক সদস্য এবং মাতৃতান্ত্রিক আদিবাসী পরিবারকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাছাই করে তালিকা প্রস্তুত করা হয়। মাঠপর্যায়ে তালিকাকরণ ও অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সরাসরি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

কোভিড-১৯ রোগ থেকে সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং সামাজিক দূরত্বের পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীগণ বাড়ি বাড়ি ভিজিট করে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে অর্থ সহায়তা প্রদান করেন। এছাড়াও ডিজিটাল পদ্ধতি অনুসরণ করে মোবাইলে বিকাশের মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা হিসেবে টাকা হস্তান্তর করা হয়।

এক নজরে দেখে নিন ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির মানবিক কার্যক্রমের কিছু তথ্য-

সাতটি জেলার পাঁচটি হাওরাঞ্চলের উপজেলা ও চারটি সমতলের আদিবাসী অধ্যুষিত উপজেলায় **কোভিড-১৯** বিষয়ক বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা

৫৬১,৫০০ জন মানুষ ভিডিও, অডিও, মাইকিং, ডিশ চ্যানেলে ভিডিও প্রচার ইত্যাদি মাধ্যমে **কোভিড-১৯** বিষয়ক সচেতনতামূলক তথ্যসেবা লাভ

কৃষকের জন্য **১৫৫টি** হাত ধোয়ার স্থানসহ আইডিপি-র সকল অফিসে সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ

হাওরের **৩০,০০৪** জন গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের (ভিডিও) সদস্য, স্বাস্থ্যকর্মী, স্বাস্থ্যসেবিকা, আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম (ইউপিজি)-এর সদস্যদের নতুন বিকাশ ওয়ালেট চালু (৩০শে জুন ২০২০ পর্যন্ত)

২১,১০৮টি অতি দরিদ্র পরিবারের সরকারি ও অন্যান্য সহযোগিতা পেতে সংযোগ স্থাপন (সরকারি সহযোগিতা **১৬,৫৪৫টি** পরিবার, অন্যান্য সহযোগিতা **৪,৫৬৩টি** পরিবার)

হাওরাঞ্চল ও আদিবাসীদের **২১,১০০টি** অতিদরিদ্র পরিবারের খাদ্য সহায়তা বাবদ বিকাশের মাধ্যমে ও হাতে নগদে **১৫০০** টাকা প্রদান

সম্পাদকীয়

'বিপদে মোরে রক্ষা করো,
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়'

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতায় বলেছেন, দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত মনের বেদনা লাঘবে সান্ত্বনার বাণী নয়, বরং তিনি সৃষ্টিকর্তার সদয় কৃপা চান যেন দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতা সৃষ্টিকর্তা তাকে দেন।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এক নতুন স্বাভাবিক নিয়মে জীবনযাপন করতে আমরা অভ্যস্ত হতে চেষ্টা করছি। পৃথিবীর আদি গতি রুদ্ধ করেছে কোভিড-১৯ মহামারি। যদিও গতি কিছুটা ধীর, তবু বয়ে চলেছে জীবনের স্রোতধারা। দুঃখ কাটিয়ে ওঠার অমিত প্রয়াসে বহতা নদীর মতোই এই জীবনের স্রোতধারা বয়ে চলেছে। হাওরাঞ্চলের সাধারণ মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে নির্ভীক হয়ে উঠেছেন নিবেদিতপ্রাণ আইডিপি-র সম্মুখভাগের যোদ্ধারা। যে অতিদরিদ্র মানুষের জীবনের উন্নয়নে মাঠে বারো মাস তাদের পাশে থাকা, কোভিড-১৯ মহামারির সময় এভাবে তাদের ছেড়ে আসা যায় না। স্যালুট হাওরের ফ্রন্টলাইনারদের!

হাওরে বোরো ধানের বাম্পার ফলন ও এর ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি হাসি ফুটিয়েছে কৃষকের মুখে। কৃষকের ফসল রক্ষায়, কৃষিকাজে নিবেদিত নারী-পুরুষের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইডিপি গ্রহণ করে একটি সচেতনতামূলক বিশেষ ক্যাম্পেইন–যা সারা দেশের বোরো চাষিদের নিরাপত্তা বিধান করেছে। বিশেষত, হাওর এলাকার কৃষকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় সচেতনতামূলক গান বাজিয়ে শোনানো, সাবান-পানি দিয়ে হাত ধুতে ১৫৫টি বহনযোগ্য হাত ধোয়ার স্থান তৈরি স্থানীয় প্রশাসনের নজর কেড়েছে।

এদিকে হাওরাঞ্চলে ও সমতলের আদিবাসী এলাকায় অতিদরিদ্র মানুষের সংখ্যাও বেড়েছে। অনেক দরিদ্র মানুষ নেমে এসেছে অতিদারিদ্র্যের সীমায়। তাই গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন (ভিডিও)-র মাধ্যমে অতিদরিদ্র সদস্যদের পাশাপাশি যারা ভিডিও-র সদস্য নন কিন্তু কষ্টে আছেন, এমন পরিবারের হাতেও গত তিনমাসে আইডিপি-র সদস্যরা খাদ্য সহায়তা হিসেবে নগদ অর্থ সহায়তা পৌঁছে দিয়েছে।

ভয় নয়, সচেতনতার জয় হোক। সুন্দর আগামী দিনের প্রত্যাশায়, আসুন, সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে ধীরে ধীরে সচল করে তুলি জীবনের চাকা।

- সম্পাদক

নতুন স্বাভাবিক জীবনে আইডিপির এগিয়ে চলা

দূর্গম অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি (আইডিপি) ২০১৩ সাল থেকে বিবিধ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই পথচলার অর্জনগুলোকে ধরে রাখার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে কোভিড-১৯ মহামারী। তাই আইডিপি গ্রহণ করেছে পরিমার্জিত কর্মপরিকল্পনা। তারই অংশ হিসেবে ' অনলাইন অর্ধবার্ষিক পরিকল্পনা অগ্রগতি পর্যালোচনা কর্মশালায়' পরবর্তী ছয় মাসের পরিকল্পনার লক্ষ্য পুনর্নির্ধারণ এবং কোভিড-১৯ মোকাবিলাকে কার্যক্রম পরিচালনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সাবান পানি দিয়ে বার বার হাত পরিষ্কার করা, যে কোন কাজে কমপক্ষে তিন ফিট দূরত্ব বজায় রাখা এবং মুখে মাস্ক পরা-এই তিনটি স্বাস্থ্যবিধি মেনেই যাবতীয় কাজ সম্পাদন করতে হবে। পাশাপাশি কর্মসূচির অংশগ্রহণকারীদের মাঝেও কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যবিধির চর্চা বজায় রাখতে, নিয়মিত বিরতিতে তথ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা আবশ্যক।

মাঠপর্যায়ে গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন (ভিডিও) সভা, আল্ট্রা পুওর গ্রাজুয়েশন ও আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ, তরুণদের অংশগ্রহণে উচ্চশিক্ষা বিষয়ক সভা, শ্রেণীকক্ষে পাঠদান, স্বাস্থ্যকর্মী ও সেবিকাদের প্রশিক্ষণসহ যে কোন বড় পরিসরের সমাবেশ পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত বন্ধ থাকছে। বিকল্প হিসেবে চার-ছয়জন সদস্য নিয়ে ছোটদলে প্রশিক্ষণ বা সভা পরিচালনা করা যাবে। ইন্টারনেটে ভিডিও কল বা মোবাইলে কনফারেন্স কলের মাধ্যমে চলবে ডিজিটাল যোগাযোগ ও প্রশিক্ষণ। বলাবাহুল্য, প্রতিটি ক্ষেত্রেই থাকছে কোভিড-১৯ বিষয়ক ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার উপর বাধ্যতামূলক সেশন।

এরই মধ্যে আইডিপির গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন সদস্য, স্থানীয় সেবাপ্রদানকারী (আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন, পোল্ট্রি অ্যান্ড লাইভস্টক এক্সটেনশন কর্মী), স্কুল শিক্ষিকা, স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বাস্থ্যসেবিকাদের ডেমোগ্রাফিক তথ্য নিয়ে আইডিপি একটি ডিজিটাল তথ্যভান্ডার তৈরি করেছে। মোবাইল ও বিকাশ ওয়ালেট নম্বর সম্বলিত এটি একটি 'ডিজিটাল লাইভ ডাটাবেইজ'। শুধু তাই নয়, নতুন আঙ্গিকে ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর, ব্যয়সাশ্রয়ী সৃজনশীলতার মাইলফলক হিসেবে আইডিপির নতুন হাওর উপজেলা- হবিগঞ্জের আজমিরিগঞ্জে বাস্তবায়িত হচ্ছে নানাবিধ কার্যক্রম।

এদিকে বিগত পাঁচ বছর ধরে (বেইস লাইন গবেষণা ২০১৫) বাস্তবায়িত কর্মসূচির স্থায়ীত্বশীল পরিবর্তন, অর্জন, তুলনামূলক ব্যয়সাশ্রয়ী চিত্র পর্যালোচনা এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা ও রুপকল্প নিরুপণের উদ্দেশ্যে, মাঠপর্যায়ে একটি বিশদ গবেষণা বাস্তবায়িত হতে চলেছে। যার প্রাথমিক ফলাফল অক্টোবর ২০২০ নাগাদ প্রকাশিত হবে। গবেষণালব্ধ ফলাফল দূর্গম অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভবিষ্যতে গৃহীত যে কোন কার্যক্রমের ধরণ নিরুপণে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিগণিত হবে বলে আশা করা যায়।

সবমিলিয়ে, পৃথিবীকে থমকে দেয়া কোভিড-১৯ মহামারীর কাছে হার মেনে নয়, বরং নতুন স্বাভাবিক নিয়মে পূর্ণগতিতে এগিয়ে চলেছে ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি।

মো. শাহিদুর রহমান
প্রোগ্রাম ম্যানেজার
প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড নলেজ ম্যানেজমেন্ট, আইডিপি

বোরো ফসলের নিরাপত্তা বিধান ও কৃষকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তায়

সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির বিশেষ ক্যাম্পেইন

কোভিড -১৯ মহামারির সময়ে কৃষিখাতকে সচল রাখতে বাংলাদেশ সরকার ৫,০০০ কোটি টাকা প্রণোদনা দেয়। এদিকে হাওর এলাকায় শুরু হয় বোরো ধানের মৌসুম। বন্যা পূর্বাভাসও ছিল। এদিকে হাওরের বোরো ধান বাংলাদেশের মোট ধানের চাহিদার ২০ শতাংশ পূরণ করে। তাই প্রশাসনের বিশেষ ব্যবস্থায় ধানকাটা শ্রমিকদের হাওরাঞ্চলে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু মাঠ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, সারা বাংলাদেশের বোরো কৃষক ও ধানকাটা শ্রমিকেরা কোভিড-১৯ বা এ বিষয়ক স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জানেনও না, মানেনও না। তারা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ধান কাটছেন না, মাঠেও ঘন ঘন হাত ধোয়ার জন্য সাবান-পানির ব্যবস্থা নেই। এ পরিস্থিতিতে মাঠে ধান কাটতে আসা সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য স্থানীয় কৃষি বিভাগ ও প্রশাসনের সহযোগিতায় ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি একটি সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন হাতে নেয়। তথ্যসেবা বিতরণের পাশাপাশি কিছু উপকরণ দিয়ে সহযোগিতা করা হয়।

বোরো কৃষকদের জন্যে বাংলাদেশের প্রখ্যাত গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজের কিছু বার্তা নিয়ে আইডিপি একটি ভিডিও নির্মাণ করে। সামাজিক গণমাধ্যম ও অনলাইনে চলতে থাকে ভিডিওটির প্রচার। ভিডিওটির অডিও ভার্সন, কুদ্দুস বয়াতি ও মমতাজের গাওয়া সচেতনতামূলক গান, রেডিও পল্লীকণ্ঠের তৈরি করা সচেতনতামূলক অডিও স্পট-অটো রিকশা বা ভ্যান সাইকেলের মাধ্যমে মাইকে বাজিয়ে কৃষকদের শোনানো হয়। তাদের থাকার জায়গায় হাত ধোওয়ার জন্যে সাবান ও পানি সরবরাহ করার পাশাপাশি আইডিপি-র স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বাস্থ্যসেবিকাবৃন্দ কৃষকদের জ্বর মাপতে ব্যবহার করেন থার্মাল স্ক্যানার। স্থানীয় ডিশ চ্যানেলে শাইখ সিরাজের ভিডিও সম্প্রচারের পাশাপাশি, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ১৬টি কমিউনিটি রেডিওতে প্রচারিত হয় শাইখ সিরাজের ভিডিওর অডিও ভার্সন। ফলে তথ্যসেবা পৌঁছে যায় বাংলাদেশের ১২০টি উপজেলার বোরো চাষিদের কাছে।

বলাবাহুল্য আইডিপি-র বিশেষ কার্যক্রমটি স্থানীয় প্রশাসন ও জনগণের কাছে ব্যাপক প্রশংসিত হয়। এসময় হাওর এলাকার কৃষকদের কারোরই কারোনা সংক্রমণের তথ্য পাওয়া যায়নি এবং সময়ের মধ্যেই শতভাগ ফসলকাটা সম্পন্ন হয়।

২৮৯,১৩২ জন মানুষের কাছে **২১৮টি** অডিও মাইক ব্যবহার করে শাইখ সিরাজের কৃষি বার্তা পৌঁছানো

২০,৭৩৯ জন বোরো চাষি ও ধান কাটা শ্রমিকের (নারী **৪,০২৬,** পুরুষ **১৬,৭১৩**) সেবায় **১৫৫টি** সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোয়ার স্থান নির্মাণ

৪৪,৮৩৪টি পরিবারে ডিশ কেবল চ্যানেলের মাধ্যমে শাইখ সিরাজের ভিডিও বার্তার প্রচার

২০,১০,৬৪৯ জন (১৩%) কৃষকের কাছে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের **১৬টি** কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে শাইখ সিরাজের অডিও বার্তা প্রচার

জয়সিদ্ধির শ্যামপুর হাটির ময়না বেগম, গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের সভাপ্রধান নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে সমাজের দরিদ্র অসহায় মানুষের পাশে থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। যখন কোভিড-১৯ সারা পৃথিবীর মানুষকে থমকে দিয়েছে, সংক্রমণের ভয়ে মানুষ ঘর থেকে বের হচ্ছেন না, তখনও ময়না বেগম তার সংগঠনের নেতাদের নিয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ছোট দলে মিটিং করেছেন। ময়না বেগম ও তার দল বাড়ি বাড়ি গিয়ে সকলকে হাত ধোয়া ও মাস্ক ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন, সকলের খোঁজ খবর রাখছেন। তাদের ধারণা করোনাভাইরাস গ্রামে ঢুকে পড়লে সকলেরই বিপদ, তাই তারা আগে থেকেই সতর্ক থাকছেন, যেন গ্রামের কোনো মানুষ করোনায় আক্রান্ত না হয়। তাদের কার্যক্রম গ্রামের পুরুষদেরও সচেতন হতে উৎসাহিত করছেন।

মোঃ আলী ফারুক
সেক্টর স্পেশালিস্ট, সিইপি অ্যান্ড জিজেডি, আইডিপি, ইটনা, কিশোরগঞ্জ

হাওরের কৃষিখাতে নারীর অবদান

বর্তমানে হাওর এলাকার কৃষিকাজে নারীরা এককথায় অনন্য ভূমিকা রাখছেন। পুরুষের পাশাপাশি সমানতালে কাজ করেছেন তারা। কোভিড -১৯ মহামারির কারণে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা থেকে ধান কাটার শ্রমিকদের হাওরাঞ্চলে আসা প্রথম দিকে অনিশ্চিত ছিল। এদিকে ধানের বাম্পার ফলন মাঠে। বন্যাও আসি আসি করছিলো। আবার পরপর দুই-তিন বছর হাওরের কৃষকরা ছিল লোকসানে। মনে পড়ে, ২০১৭ সালের বন্যার পর এ অঞ্চলে গরু বিক্রির পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। এমনকি অসংখ্য পরিবারে বাল্যবিয়ের ঘটনাও ঘটেছে-যা অনাকাঙ্ক্ষিত। এমনকি পরের বছর, ২০১৮ সালেও ধানের দাম কম ছিল। ২০১৯ সালে বিরূপ আবহাওয়ার কারণে ফলন অনেক কমে হয়। গতবছর বেশির ভাগ ধান চিটা হয়ে গিয়েছিল। তখন ধানের দামও কম ছিল। এমতাবস্থায় অনেকে ধান চাষে যেন আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

তখন এগিয়ে আসে আইডিপি কর্মসূচির সদস্যগণ। গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের মিটিংয়ে এ ধরনের পরিস্থিতিতে ধান চাষের কৌশল, খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ধান চাষের প্রয়োজনীয়তা, বীজ ও সার ব্যবহার এবং বিতরণ ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়। মিটিংয়ে যোগদানকারীদের মাধ্যমে কৃষকরা কমদামে জমি লিজ নিয়ে নিজ পরিবারের সদস্যদের শ্রমে ধান চাষের উদ্যোগ নেয়। এরফলে অনেক ধানের জমির মালিকানা চলে আসে প্রান্তিক ও নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর হাতে। এবছর আইডিপি আল্ট্রা - পুওর গ্র্যাজুয়েশন ও মাইক্রোফাইন্যান্স কার্যক্রমের বেশিরভাগ পরিবার ৩০ থেকে ৫০ শতক জমিতে, কেউ কেউ এক বা দুই একর জমিতে ধান চাষ করে। 'সিড টু সিড' ধান চাষের ১৭টি পর্যায়ের ১২টি স্তর নারীরা সম্পাদন করে থাকেন। এই বছরে ধান কাটাসহ নারীরা ১৪ থেকে ১৫টি পর্যায়ের কাজ নিজেরা করেছেন। সরেজমিনে দেখা গেছে, কাস্তে হাতে ধান কাটা ছাড়া, এমন কোনো কাজ নেই যেখানে নারীর উপস্থিতি ছিল না।

নারীরা চারা তুলেছেন, ধান লাগিয়েছেন, আগাছা বেছে দিয়েছেন, কলসে পানি ভরে খেতে সেচ দিয়েছেন, মাথায় করে বাড়িতে ধান এনেছেন, ধান মাড়াইয়ে সহায়তা করেছেন এবং এর পরের কাজগুলোও নারীরাই করেছেন, পুরুষের ভূমিকা ছিল শুধু নারীর কাজে সহযোগিতা করা। এমনকি গরুর খাবার খড়কুটো শুকিয়ে গাদা করে রেখেছেন নারীরাই। নিজের খাবার, পরিবারের খাবার, গবাদি পশুর খাবার সংগ্রহ করে পড়শির কাজে সাহায্য করেছেন। স্বামীকে অন্যের জমিতে ধান কাটতে পাঠানো ছাড়াও নিজের ধান ঘরে তুলে অন্যের ধান তোলার কাজে লেগেছেন। সংসারের জন্য বাড়তি আয় করেছেন দুজনে মিলেই। স্কুল বন্ধ থাকায় সকল কাজে স্কুলগামী সন্তানেরা মাকে সহায়তা করেছে। প্রিয় সন্তানের সাহচর্যে কায়িক শ্রমেও মায়ের মুখে ফুটেছে সুখের হাসি।

প্রতিবারের মতো এবারও ধানের চারা বোনা থেকে শুরু করে তা বিক্রয় উপযোগী করা পর্যন্ত সকল কাজ সম্পাদন করেছে হাওর এলাকার নারীরা। কোভিড-১৯ এর মতো মহামারি করোনায় নারীর অগ্রযাত্রা দমাতে পারেনি। হাত ধোয়া ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করা, মাস্ক বানানো এবং তা পরে থাকা-সব ক্ষেত্রেই এ অঞ্চলের নারীরা পুরুষের চেয়ে এগিয়ে। এখন নারীর গোয়ালে গরু, গোলায় ধান – কে আটকায় তাকে?

মাঠে ঘাটে নারীর গুন গুন গান শুনেছি, 'জাইনা চলেন মাইনা চলেন'।

মোহসিন উদ্দিন
উপজেলা ডেভেলপমেন্ট কোঅর্ডিনেটর
খালিয়াজুরি নেত্রকোনা

মাস্ক বানানোর শিক্ষা, দেবে করোনা থেকে রক্ষা

নতুন স্বাভাবিক নিয়ম মেনে, ছোট দলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলছে আইডিপি-র গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের (ভিডিও) মিটিং। এই কমিটির সদস্যরা এগিয়ে এসেছেন স্বেচ্ছাসেবীর ভূমিকায়। পূর্বের নিয়মে ২৫-৪০ জন মানুষ জড়ো না করে, নিজেরাই গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের সদস্যদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন জরুরি বার্তা। মনে করিয়ে দিচ্ছেন কোভিড-১৯ থেকে বাঁচতে হলে কী কী স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। গ্রামে দেখা গেছে নারীরা শাড়ির আঁচলে বা ওড়নায় মুখ ঢেকে চলাচল করছেন। কিন্তু এতে করে নাকে-মুখে হাত দেয়া থামছে না। এই পরিস্থিতিতে গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের মিটিংয়ে যোগদানকারী সভাপ্রধান ও কমিটি সদস্যদের হাতে-কলমে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য ও ধোয়ার উপযোগী মাস্ক তৈরির পদ্ধতি শেখানো হয়।

ছবিতে তিন স্তর সুতি কাপড় দিয়ে হাতে সেলাই করে মাস্ক বানানো শিখছেন নেত্রকোনার খালিয়াজুরি উপজেলার গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের সদস্যরা।

ধন্যবাদ আইডিপি আইপি!

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে খেটে খাওয়া মানুষের জীবন চাকা হঠাৎ থেমে গেছে। দৈনিক কাজ নেই, তো নগদ টাকাও নেই। টাকা নেই তো ছেলেমেয়েসহ উপোস কাটবে তিনবেলা। সারা দেশের মতোই, কোভিড-১৯ মহামারির এই প্রকোপ থেকে রক্ষা পায়নি সমাজের মূলধারার সুবিধা বঞ্চিত উত্তরাঞ্চলের সমতলের আদিবাসী পরিবারগুলো।

জয়পুরহাটের সোনাপুর বেলপাড়া গ্রামে ১৪টি আদিবাসী পরিবারের বসবাস। সকলেই ব্র্যাক আইডিপি-ইন্ডিজেনাস প্রজেক্টের গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের সদস্য। গ্রামের বেশিরভাগ পরিবারের তিনবেলা খাবারের জোগান হয় স্থানীয় ইটভাটায় দিনমজুর কাজের মাধ্যমে, কিন্তু করোনা পরিস্থিতি ব্যাপক আকার ধারণ করলে ইটভাটার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে চরম বিপাকে পড়েছে গ্রামবাসী। পরিবারের সদস্যদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে হিমসিম খাচ্ছে। এমন সময়ে ব্র্যাক আইডিপি-র পক্ষ থেকে তাদের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা হিসেবে নগদ অর্থ দেওয়ায় হাসি ফুটেছে সাধারণ মানুষের মুখে।

খাদ্য সহায়তা বাবদ নগদ ১,৫০০ টাকা সহায়তা পেয়ে খেটে খাওয়া সোনাপুর গ্রামের ভিডিও সদস্য আদরি খালকো (৩৪) বলেন, 'আমার স্বামীর মতো অনেকের ইটভাটার কাজ বন্ধ হয়ে গেছে করোনার কারণে, আমরা টুকটাক দিনমজুরি করে কিছু আয় করতাম তাও এখন বন্ধ। এমন সময়ে ব্র্যাক আইডিপি আমাদের ভিডিও সদস্যদের নগদে ১,৫০০ টাকা দিয়ে বিপদ থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা করেছে। আমরা ভিডিও সদস্যরাই ঠিক করেছি কে কে এই সহায়তা পেতে পারে।'

তিনি আরও বলেন, 'ব্র্যাক আইডিপি কর্তৃক প্রদানকৃত সহায়তার জন্য ব্র্যাককে ধন্যবাদ। ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা যেন স্বর্গবাসী হন এবং তার ছেলেমেয়েরা যেন ভালো থাকেন ও আরও ভালো কাজ করতে পারেন তার জন্য আর্শীবাদ রইল।'

আলবেরিকুশ খালকো
প্রোগ্রাম ম্যানেজার
ইন্ডিজেনাস পিপলস প্রজেক্ট, আইডিপি

কেন মাস্ক পরব?

হাঁচি, কাশি বা কথা বলার সময় মানুষের নাক বা মুখ থেকে যে ড্রপলেটস বা জলীয় কণা বের হয়, তাতে ভাইরাস থাকতে পারে।

আক্রান্ত ব্যক্তির কাছে গেলে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে এই ড্রপলেটস কোভিড-১৯ এর ভাইরাস নিয়ে আপনার শরীরে ঢুকে আপনাকে আক্রান্ত করতে পারে। তাই বাড়ির বাইরে গেলে সর্বদা মাস্ক পরে থাকুন এবং একে অন্যের থেকে কমপক্ষে তিন ফিট দূরে থাকুন।

খালি চোখে তিন ফুট দূরত্ব মাপার উপায় কি?

কিছুক্ষণ পরপর সাবানপানি দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে ভালোভাবে হাত ধুয়ে ফেলার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

ছবির গল্প

কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ ঠেকাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। এসময় কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় ধরে রাখতে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা চালু রেখেছেন সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির শিক্ষিকাবৃন্দ।

মোস্তফা কবির
সেক্টর স্পেশালিস্ট, এডুকেশন
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ

গত বছরের মতোই ২০২০ বছরটা দারুণভাবে শুরু করে সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি। নতুন কর্মএলাকা আজমিরীগঞ্জে ব্যয় সাশ্রয়ী আইডিপি মডেলের পাইলট বাস্তবায়ন, গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের স্থিতিশীলতা অর্জনের মাপকাঠি ছুঁয়ে দেয়া, এমএফ প্লাস মডেল বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ-সবই চলেছে পরিকল্পনা মাফিক। তবে কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় বিশেষায়িত উদ্যোগ গ্রহণ করায়, স্বাভাবিক কার্যক্রমের বাস্তবায়নের ধরণ বদলে যায়। কার্যক্রম পরিচালিত হয় বিকল্প পন্থায়। বিশেষত, ইউপিজি হোম ভিজিটের ক্ষেত্রে শুরু হয় কঠোর স্বাস্থ্যবিধির অনুশীলন।

ছবিতে হাওর এলাকায় নতুন স্বাভাবিক নিয়মে স্বাস্থ্যবিধি মেনে হোম ভিজিট করছেন আইডিপির কর্মীরা। হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলা থেকে ছবিটি পাঠিয়েছেন সুফল চন্দ্র দাস।

এক নজরে ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি (হাওর এবং আদিবাসী প্রকল্প) জানুয়ারি-জুন ২০২০

কার্যক্রম	বিবরণ	একক
জেন্ডার জাস্টিজ অ্যান্ড ডাইভারসিটি মানবাধিকার ও আইনি সহায়তা সামাজিক ক্ষমতায়ন	হাওরের নারীদের নিয়ে গঠিত গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন (ভিডিও)	৩,৭৯০ টি
	গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন (ভিডিও) সদস্য সংখ্যা	১৩৩,০৬৮ জন
	স্থানীয় নেতৃত্ব কাঠামোতে গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের সদস্যদের অংশগ্রহণ	২৭২ জন
	গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের সদস্যদের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ	৬০৮ টি
শিক্ষা	চলমান ব্র্যাক স্কুল (প্রি-প্রাইমারি ১৩০টি ও ১১টি বোট স্কুলসহ মোট প্রাইমারি স্কুল ১৩৬টি)	২৬৬ টি
	প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা (কন্যা শিক্ষার্থী ৪,৫৮৮ জন)	৭,৭২৮ জন
স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা কর্মসূচি, ওয়াশ	ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের ১০টি ব্র্যাক ডেলিভারি সেন্টার থেকে স্থানীয় অধিবাসীদের বিবিধ স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ	৩,৩০১ জন
	গর্ভকালীন সেবাগ্রহণকারী মায়েদের সংখ্যা	১০,৭২৯ জন
	গর্ভপরবর্তী সেবাগ্রহণকারী মায়েদের সংখ্যা	৪,৮৭৬ জন
আল্ট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন	নির্বাচিত হাওরের অতিদরিদ্র পরিবারের মধ্যে এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান (২০ কোহর্ট, ১৬০০ পরিবার)	১,৬১১ পরিবার
	নির্বাচিত অতিদরিদ্র পরিবারের মধ্যে সম্পদ বিতরণ	১,২১০ টি
মাইক্রোফাইন্যান্স	মাইক্রোফাইন্যান্স গ্রাম সংগঠনের সদস্য	১৩৬,৭৮৯ জন
	বর্তমান ঋণগ্রহীতা	৭৪,৭২১ জন
	বর্তমান ঋণস্থিতি (লক্ষ টাকার হিসাবে)	১৩,০৭৩ টাকা
লাইভলিহুড অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ	বসতবাড়িতে জলবায়ুসহনশীল শাকসবজির চাষ-বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	৭,৭০২ পরিবার
	এআই কর্মী দ্বারা গবাদি পশুর নতুন জাত উন্নয়ন	২,৮৩৭ টি
	খানাভিত্তিক গবাদিপশুর ডি-ওয়ার্মিং এবং ভ্যাকসিনেশন সেবা প্রদান	৬,৯৫৮ টি
ইন্ডিজিনাস পিপলস প্রজেক্ট	আদিবাসী নারী পুরুষের অংশগ্রহণে গঠিত গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন (ভিডিও)	১৬০ টি
	আদিবাসী নারী পুরুষের অংশগ্রহণে গঠিত গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন (ভিডিও) মিটিং	৭৯৯ টি
	উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনা সভা	৭৫ জন
	আর্থিক লেনদেনের জন্যে সদস্যদের নতুন বিকাশ ওয়ালেট খোলা	২,৩৩৯ টি
	খাদ্য সহায়তা হিসেবে নগদ অর্থ বিতরণ (বিকাশে ৮৯১ পরিবারে, হাতে নগদ ৩,২০৯ পরিবারে)	৪,১০০ পরিবার
আইডিপি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	কোভিড-১৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ (নারী ১২৪ জন, পুরুষ ৪২০ জন)	৫৪৪ জন
	অনলাইনে ব্র্যাক সেফগার্ডিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ (নারী ১০১ জন, পুরুষ ৩৩০ জন)	৪৩১ জন
	ডিজিটাল চ্যানেল ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ (নারী ১৪ জন, পুরুষ ৭০ জন)	৮৪ জন
	মোবাইল ফটোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফি ও স্টোরি টেলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ (নারী ২০ জন, পুরুষ ৬৯ জন)	৮৯ জন

আইডিপি এমআইএস ডাটা, জানুয়ারি-জুন ২০২০

মা রেখা পাহানের মুখে সুখের হাসি

মায়ের গর্ভের নিষ্পাপ শিশুটি না জানলেও, গর্ভধারিণী মা রেখা পাহান জানতেন কোন পরিবেশে তার সন্তান জন্ম নিতে যাচ্ছে। শুধু নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার রেখা পাহান নন, এখন সারা পৃথিবীর মানুষ জানে সংক্রামক কোভিড-১৯ রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে।

সংক্রমণ ঠেকাতে এপ্রিল মাস থেকে নওগাঁয় প্রশাসনের নির্দেশ মোতাবেক কোথাও আংশিক ও কোথাও সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা হয়। ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই রেখার স্বামী নির্মল পাহানের রাজমিস্ত্রীর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। বাবার আয় রোজগার থেমে গেল করোনার কারণে। এদিকে গর্ভে থাকা শিশুটিকে ভালো রাখতে নিয়মিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চেকআপ করাতে হচ্ছে। দুই একবার আল্ট্রাসনোগ্রাফি করাতেও টাকা লাগে। তাছাড়াও করোনাভাইরাসের কারণে হাসপাতাল বা ক্লিনিকে ডাক্তার পাওয়া যাবে কিনা সেই ভাবনাও ছিল রেখার মনে।

সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির আদিবাসী-বিষয়ক প্রকল্প এলাকার সবকটি কর্মএলাকায় কোভিড-১৯ রোগের জন্য দায়ী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বাঁচতে ব্যাপক আকারে মাইকিং, লিফলেট এবং স্টিকার বিতরণের কার্যক্রম শুরু হয়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আইপি-র প্রোগ্রাম অর্গানাইজার লিফলেটে কী লেখা আছে তা আদিবাসী ভাষায় মুখে বলে বোঝাতে শুরু করেন।

রেখা পাহান সেখান থেকেই জেনেছিলেন কোভিড-১৯ রোগের কথা। তারপর থেকে নিয়ম মেনে হাত ধোয়া ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি সঠিকভাবে মানতে শুরু করেন। প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসে কিন্তু হাসপাতালের খরচ তখনো জোগানো যায়নি !

আইডিপির আইপি থেকে সম্পদ হিসেবে রেখা একটি ছাগল পেয়েছিল। আর সেই ছাগলই করোনার বিপদে গর্ভবতী রেখার অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। একটি ছাগল থেকে বংশবিস্তার করে মোট আটটি ছাগল হয় রেখার। শেষে হাসপাতালের খরচ যোগাতে রেখা পাহান ও তার পরিবার দুটি ছাগল ৫,০০০ টাকায় বিক্রি করে দেয়।

এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে রেখার প্রসব বেদনা শুরু হয়। স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্বাভাবিক প্রসবেই পুত্র সন্তানের মা হন তিনি। সেদিন ছিলো এপ্রিলের ২৮ তারিখ। ছাগল বিক্রির টাকায় হাসপাতালের খরচাপাতি মিটিয়েছেন, কিন্তু ঘরে রেখার খাবার ছিল না।

ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনি ব্র্যাক থেকে খাদ্য সহায়তা বাবদ ১,৫০০ নগদ সহযোগিতা পান। খাবার কিনে সে সময়ের মতো কিছুদিন সংসার চালান।

ধান কাটার মৌসুম শেষ। লকডাউনও কিছুটা শিথিল হয়েছে। এখনও সংসারে অভাব রয়েছে। তবু রেখা পাহানের মুখে আছে হাসির রেখা।

দুঃখের দিনে সংসারে আলো হয়ে আসা সন্তানটির জন্মসময়ে যে মানবিক সহযোগিতা তিনি পেয়েছেন, সেই সুখস্মৃতি আজীবন তার মুখে হাসি ফোটাবে।

জোনাস সরেন
সেক্টর স্পেশালিস্ট, ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট
ইন্ডিজেনাস পিপলস প্রজেক্ট-আইডিপি, জয়পুরহাট

brac
Australian AID
UKaid from the British people

Strategic Partnership Arrangement-Delivering real results together

প্রান্তজন সম্পাদনা পরিষদ
উপদেষ্টা: আন্না মিন্‌জ
সার্বিক সহযোগিতায়: মো. শাহিদুর রহমান ও শ্যাম সুন্দর সাহা
সম্পাদনা সহযোগিতায়: তাজনীন সুলতানা, কমিউনিকেশনস
সম্পাদক: খালেদা আক্তার লাবনী

লেখা ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে যোগাযোগ:
প্রান্তজন
আইডিপি কমিউনিকেশনস - ব্র্যাক
ব্র্যাক সেন্টার, ৭৫ মহাখালী, ঢাকা ১২১২
ফোন: +৮৮ ০২ ৯৮৮১২৬৫ (এক্স: ৩৭৮২)
ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৯৮৪৩৫৪২

ইমেল: idp.info@brac.net
ভিজিট করুন: www.brac.net/idp

Follow Us
/BRACworld